দৈনিক বাংলা

0 1 OCT 1992

তারিখ ... 0 1 OCT 1992
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

৭৫ পর্যন্ত দেশে কোন আইনের শাসন ছিল না ঃ শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারি-স্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেছেন, সন্ত্রাস কঠোর হাতে দমন করা হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের যেভাবেই হোক সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। সন্ত্রাস দমনে তিনি জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তিনি বুধবার মোহাম্মদপুর থানা বিএনপি আয়োজিত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য প্রতিরোধ জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করছিলেন। এই জনসভায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মির্জা আব্বাস বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন। মোহাম্মদপুর থানা বিএনপি সভাপতি এহসানুল হক সেতুর সভাপতিত্বে এই জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে এ বি সিদ্দিক, বাবুল আহমেদ, শরীফ আহমেদ, এস এম শাহজাহান, সালাউদ্দিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, এস এম গোলাম কিব-রিয়া, মেসবাহউদ্দিন সাবু, কুদরতে এলাহী, আলমগীর হোসেন এবং ওয়াদুদ মাষ্টার বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসীরা দেশ ও সমাজের শত্রু। তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে শুধু সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে না, তাদের কারণে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সন্ত্রাস দমন করতে বদ্ধপরিকর। তিনি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা করার জন্য তিনি জনগণের আহ্বান জানান।

ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার বলেন, ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত শাসনআমলে দেশে আইনের শাসন ছিল না। দেশে ছিল না

(আটের পাতায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

'৭৫ পর্যন্ত দেশে কোন আইনের শাসন ছিল না ঃ শিক্ষামন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গণতন্ত্র। হত্যা, খুন রাহাজানি আর সন্ত্রাস ছিল। জনগণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে সেসময় কাটিয়েছিল। তিনি বলেন, বেগম জিয়ার সরকারের সময় কেউ লুটপাট করেনি। এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই।

তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকার সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ জারী করেছেন। এই আইনে সন্ত্রাসীদের বিচার করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই আইনের মাধ্যমে চিরতরে সন্ত্রাস দমন করে দিয়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ছ'বছরের উর্ধ্বে প্রত্যেক শিশুকে স্কুলে যেতে হবে। তিনি বলেন, দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এ জন্য গণশিক্ষার মাধ্যমে দেশের সকল মানুষকে শিক্ষা দেয়া হবে। তিনি বলেন, আগামী দু'হাজার সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। দেশের প্রত্যক নাগরিককে শিক্ষা দানের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এটা বিএনপি কর্মসূচী।

মির্জা আব্বাস

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও যুবদল সভাপতি মির্জা আব্বাস বলেছেন, বিরোধীদল সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক সরকারকে সমাজে হেয় করে তুলতে চায়। কিন্তু আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস দমন করবো। তিনি বলেন, আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্যে অধ্যাদেশ জারি করেছে।

মেয়র বলেন, বিগত সংসদ অধিবেশনে সন্ত্রাস দমন বিল আনা হয় কিন্তু বিরোধীদল এই বিলের বিরোধিতা করে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য রয়েছে। তিনি বলেন, সরকার যখন সন্ত্রাস দমনের জন্যে অধ্যাদেশ জারি করেছেন তখন বিরোধীদল এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে।

মির্জা আব্বাস বলেন, সন্ত্রাস কারা জন্ম দিয়েছে তা দেশবাসীর অজানা নয়। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা লাভের পর শেখ মুজিব এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দিমু। তিনি লাল বাহিনী সৃষ্টি করে দেশে সন্ত্রাস চালিয়েছিলেন। অপর দিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে তিনি রক্ষী বাহিনী গঠন করেছিলেন। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার দেশবাসী আজো ভোলেনি।

তিনি বলেন, শেখ মুজিব দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করে বাকশাল সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিন দেশে গণতন্ত্র ছিল না। একদলীয় শাসনের মাধ্যমে দেশে সন্ত্রাস কায়েম করা হয়েছিলো। সিরাজ সিকদারসহ ৩৫ হাজার তরুণকে হত্যা করা হয়েছিল।

মির্জা আব্বাস বলেন, শেখ মুজিব ১৯৭১ সালে জনগণকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজে পাকিস্তানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাকে পাকবাহিনী গ্রেফতার করেনি। শেখ মুজিব জাতিকে মৃত্যুর মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে নিজে পাকিস্তানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাকে পাক বাহিনী গ্রেফতার করেনি। শেখ মুজিব জাতিকে মৃত্যুর মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলেগিয়েছিলেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা নিরাপত্তার অজুহাতে নিজের ছেলে-মেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছেন। এদিকে দেশের অধিকাংশ ছেলে মেয়ে যাতে সুস্থ্য পরিবেশে লেখাপড়া করতে না পারে সেজন্যে সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন।

মির্জা আব্বাস বলেন, বিএনপি জনগণের বিশ্বাসযোগ্যদল হিসাবে পরিণত হয়েছে। এই দলের প্রতি জনগণের আস্থা আছে। যে কারণে বিএনপি পরপর তিনবার জনগণের রায়ে ক্ষমতায় আসে। মেয়র আব্বাস বলেন, জনগণকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা হবে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি না হলে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা যাবে না। তিনি সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ মহানগরী বিএনপি'র সভা

বিএনপি ঢাকা মহানগরীর জরুরী সাংগঠনিক সভা আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় ১০নং মুগদাপাড়াস্থ সবুজবাগ থানা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় বিএনপি ঢাকা মহানগরীর সভাপতি লেঃ জেঃ (অবঃ) মীর শওকত আলী (বীরউত্তম) এমপি সভাপতিত্ব করবেন। উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মহানগরীর সহসভাপতি মেয়র মির্জা আব্বাস এমপি ও সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমদ এমপি।

সভায় ঢাকা মহানগরীর কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তা ও থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ প্রেস বিজ্ঞপ্তির।